

ভাষা বিভ্রাট।

আমরা যারা বিদেশ করি তাদের ভাষা বিভ্রাটের কিছু না কিছু অভিজ্ঞতা আছেই। প্রবাদে আছে - এক দেশের বুলি আর দেশের গালি। বাংলাদেশের নো-ইংলিশ আর মধ্যপ্রাচ্যের ভগ্ন-ইংলিশে জীবন কাটিয়ে পশ্চিমা দেশে এসে “ড্রাইভিং নাটস্” শুনে আমার ভির্মি খাবার জোগাড়। বাদাম জিনিসটাকে কিভাবে গাড়ী চালানোর মত চালানো যায়? আর চাকরী পেয়ে খালার বয়েসী বিপুলদেহী সহকর্মিনী যখন বলেছিল তার জ্বর জ্বর লাগছে, তখন বঙ্গ-স্টাইলে তার কপালে হাত ছুঁইয়ে বলেছিলাম, - হুম্ , ইউ আর হট্। সে আঁৎকে উঠে বলেছিল হো-হো-হো-টু??

বাংলার বিভ্রাটটা উর্দুর সাথে জমে ভাল। মধ্যপ্রাচ্যে আমাদের ঘাট-বাঙ্গালের সাথে মহা ধুমধামে বিয়ে হল উর্দুওয়ালীর। বর্ষিয়ান ভাবীরা মহা উৎসাহে গায়ে-হলুদ ইত্যাদি করে বিয়ে দিলেন, দেশ থেকে বরের ভাই-বোন-জামাই-বাচ্চারা এসে আনন্দ করে গেল। সপ্তাহ পরে গাড়ি করে দোকানে যেতে যেতে স্ত্রী বললেন, “উয়ো ইশারা ছে আগে রাখনা, দোকান উঁহি হ্যায়”। বাঙ্গাল গাড়ি থামিয়ে দিল ইশারা অর্থাৎ রাস্তার লাল-সবুজ লাইটে পৌঁছবার আগেই। বৌ অবাক হল - “ইঁহা কিঁউ রুখ গ্যয়ে”? স্বামি অবাক, - “তুম নে যো বোলা ইশারাছে আগে রুখনেকো”? বৌ আরো অবাক, হাতের ইশারায় লাইটের ওই পারে দেখিয়ে বলল-“হাঁ বাবা, ইশারাছে আগে, উছ তরফ। তুমনে তো ইশারাছে প্যহলেই রুখ গ্যয়ে”। অর্থাৎ লাইট পার হয়ে তারপরে দোকান। বাংলায় যেটা হল লাইটের “পরে”, উর্দুতে ওটাই হল “আগে”।

সে বৌ তখন কোমরে কষে শাড়ী পেঁচিয়ে বাংলা শেখা ও বলা শুরু করেছে, কিছুটা বোঝেও। অন্য পাড়ায় দুপুরের খাবার সাজাতে গিয়ে মাতৃবয়েসী মমতাময়ী ভাবীর খেয়াল হল ওদের কথা। ফোন করলেন, বৌ ধরল ফোন। ভাবীর উর্দুর অবস্থা বৌয়ের বাংলার চেয়েও খারাপ। তখন এই সংলাপ হলঃ-

ভাবীঃ- খানা রেডি, জলদি আও।

বৌঃ- ভাবী, উয়ো তো এখোন বাথরুমে নাহাচ্ছে।

ভাবীঃ- আচ্ছা, নাওয়া শেষ হলেই আও।

বৌঃ- হামি তো এখোন খুব মছরুফ (ব্যস্ত) আছি ভাবী, লেকিন নাহানা খতম হলে হামি উনাকে ভেজে দিব।

ভাবীঃ- (আঁতকে উঠে) কি কইলা? ভাইজা দিবা?

বৌঃ- (ধমকের চোটে তার বাংলা তখন উড়ে গেছে) নাহানা খতম হোতে-হি ম্যয় উনকো ভেজ দুঙ্গী।

ভাবীঃ- হুন মাইয়া। ভাজাভুজি করণের লাইগা আমাগো পোলাডারে তোমার হাতে তুইলা দিই নাইকা, বুজ্ছ?

যেমন আছে তেমনি লইয়া আইসা পড়।

তবে ভাষা-বিভ্রাটে লিটনের অভিজ্ঞতার তুলনা নেই। লিটনের বোন-দুলাভাই সম্প্রতি কোটিপতি থেকে প্রমোশন পেয়ে ওডিপতি হয়েছেন, অর্থাৎ ব্যাঙ্ক থেকে বহু কোটি টাকা ওডি অর্থাৎ ওভার ড্র্যাফট নিয়ে বিশাল বাড়ি বানিয়ে বোন-দুলাভাই দু’জনেই মহাসুখে ব্যবসা করছেন। লিটন জানে না, ভারত থেকে চোপরা আর কাপুর এসে সোনারগাঁও আর ইন্টারকনে উঠেছে, বাসায় আসবার কথা বোনের সাথে ব্যবসার আলোচনা করতে আর কোথায় যেন যেতে। এদিকে দুলাভাই বিদেশে গেছে মক্কেল খুঁজতে। সেদিন আকাশ-ভাঙ্গা বড়-বৃষ্টি আর প্রচন্ড তুফান, ফোনটা খারাপ হয়ে গেল। অনেক দেরিতেও ওরা এলনা, বোন বুঝলেন ওরা আর আসবে না। মাইগ্রেন উঠে তিনি ওপর তালায় গেলেন শুতে। লিটন তখন নীচে ড্রইংরুমে, ঘটনার কিছুই জানে না সে এবং তার উর্দুও একেবারে কবিগুরুর যোগিন্দা-র মত, “তা ছাড়া তার উর্দু শুনে কেহ, উর্দু বলেই করলে না সন্দেহ”। তখন ট্যাক্সী ভাড়া করে চোপরা এসে হাজির। তারপর এই সংলাপ হল, উর্দুতে “ঘুমনা” মানে ঘুরে বেড়ানো।

চোপরাঃ- বহিনজী হ্যায় ঘরপে?

লিটনঃ- বোনজি ঘুম রাহা হ্যায়।

চোপরাঃ-(অবাক) ঘুম রাহি হ্যায়? ইস তুফান মে?

লিটনঃ- হাঁ, বোনজি ঘুম রাহা হ্যায়।

চোপরাঃ- কাপুর আয়া থা? উস্কে সাথ ঘুম রাহি হ্যায়?

লিটনঃ- (খাপ্লা) কেয়া বোলা? মেরা বোন শরিফ আদমি হ্যায়, কোন কাপুরের সাথ নেহি ঘুমাতা।

চোপরাঃ- (অবাক) আপকি বহিন আদমি হ্যায়? (উর্দুতে “আদমি” মানে পুরুষ, “আওরত” হল নারী)।

লিটনঃ- হাঁ, উয়ো একলা ঘুম রাহা হ্যায়, উপর (আঙ্গুল দিয়ে উপর আর্থাৎ দোতালা দেখায়)

চোপরাঃ- (আরও অবাক) উপর ঘুম রাহি হ্যায়, আশমান মে? একেলি?? ইছ, তুফান বারিষ মে???

সবাইকে নববর্ষের শুভেচ্ছা।